আজকের কাগজ

তারিখ 16 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

19

নাইক্ষংছড়ির বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপপরিচালক

সাদেক হোসেন চৌধুরী : বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষংছড়ি থানায় পাঠদানের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ঢাকা) উপপরিচালক সংস্থাপন মাহবুবুর রহমান চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক সহকারে সম্প্রতি নাইক্ষংছড়িতে যান। উল্লেখ্য, গত ১০ আগস্ট আজকের কাগজে

বিদ্যালয় বন্ধ সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। জানা গেছে, পাঠদানের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনে গেলেও তাঁরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে যেতে পারেননি। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের

উপপরিচালক (ঢাকা) থানা সদরের কাছে অবস্থিত তাংবা -বিছামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখেন। তাছাড়া থানা সদরের অন্যান্য কিছু বিদ্যালয়েও পাঠদানে অনিয়ম এবং থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দুর্নীতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে তিনি কৈফিয়ত তলব করেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাকখালী রেঞ্জিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত থানা শিক্ষা কর্মকর্তার আপন শ্যালিকাসহ মোট ৪ জন শিক্ষক যথাযথভাবে বেতন/ ভাতা উত্তোলন করে আসছেন। যোগ্যতাবিহীন আনট্রেইনড শিক্ষকদের টাইম স্কেল দেয়ার ব্যাপারে উপপরিচালক (প্রশাসন) প্রাথমিক শিক্ষা (ঢাকা) অধিদফতরের সঙ্গে কথা পাকা হয়েছে প্রচার করে থানা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক নূরুল কবিরের মাধ্যমে আনট্রেইনড শিক্ষকদের কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা করে আদায় করছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সরকারি নিয়োগ বিধান উপেক্ষা করে ভারপ্রাপ্ত থানা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রস্তাবে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ২ জন সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত করেছেন।